প্রশাসনে স্বজনপ্রীতির বলয় অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, মেয়ে সচিব, শ্যালক আ.লীগ নেতা

ছবিঃ অবঃ আইজিপি বাহারুল ও তার মেয়ে নারমীন

একই পরিবারের তিন সদস্য— একজন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, তার মেয়ে এবং শ্যালক— দেশের প্রশাসন ও ক্ষমতার বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত। দেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বজনপ্রীতির এক নজিরবিহীন চিত্র উঠে এসেছে, যেখানে একই পরিবারের তিন সদস্যের প্রভাব বিস্তার এখন জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে।

আজ সোমবার (১৪ জুলাই) বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজমুস সাকিবের ফেসবুক ওয়ালে এমনই এক স্বজনপ্রীতির ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। তিনি তার নিজ ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে লিখেন : "এ যেন "যেমন খুশি তেমন স্বেচ্ছাচারিতার" এক অনুপম দৃষ্টান্ত! ডক্টর ইউনূসের নয়া বন্দোবস্তে পুলিশের সর্বোচ্চ পদ, অর্থাৎ আইজিপির পদটি দেয়া হয়েছে অবসরে চলে যাওয়া বাহারুল আলমকে। অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে বয়স্ক এবং অলস এই মানুষটিকে পুলিশের আইজির মতো গুরুত্বপূর্ন পদে বসানো হয়েছে। দেশের চরম নাজুক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য এই অযোগ্য এবং অপদার্থ আইজিপিকেই অনেকে দায়ী করেন।

এই ব্যক্তি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কতটা প্রভাবশালী সেটা আঁচ করা যায় তার মেয়ের পদায়ন দেখে। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টকে তোয়াক্কা না করেই তার মেয়ে শিমসাদ নারমীনকে বানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারীর একান্ত সচিব! সরকারি চাকরি বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা না রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একটি মেয়েকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে বসানো হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের শাসনামলের সময় টুঙ্গিপাড়া ছিল আওয়ামী দুর্বৃত্তদের পাপের আঁতুরঘর। সেই আঁতুড়ঘরের, অর্থাৎ টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আইজিপি বাহারের শ্যালক মাসুদ গাজী! পাঁচ আগস্টের পর টুঙ্গিপাড়া থেকে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের অনেকেই পালিয়ে গেলেও; এখনো দুলাভাই কোটায় বহাল তবিয়তে আছেন মাসুদ গাজী!"

পোস্ট স্ক্রিনশট

অবসরে যাওয়া পুলিশ কর্মকর্তা বাহারুল আলমকে পুনর্বহাল করে আবারও দেশের সর্বোচ্চ পুলিশ পদে বসানো হয়েছে। বয়সসীমা অতিক্রম করেও তাকে নিয়োগ দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা নিয়ে। এই নিয়োগকে অনেকে 'ড. ইউনূস মডেল' হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন— যেখানে নিয়মের বদলে পছন্দ-অপছন্দে প্রশাসনিক পদায়ন হচ্ছে।

তার মেয়ে শিমসাদ নারমীন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তিনিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশেষ সহকারীর একান্ত সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, পরীক্ষিত যোগ্যতা কিংবা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এই নিয়োগ হওয়ায় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এবং মেধাহীন নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে।

এতেই শেষ নয়। বাহারুল আলমের শ্যালক মাসুদ গাজী আওয়ামী লীগের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে দুর্বৃত্ত রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, যেখানে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধীরা বেঁচে থাকে। ৫ আগস্টের ঘটনার পর অনেকেই গা ঢাকা দিলেও মাসুদ গাজী রয়ে গেছেন ‘দুলাভাই কোটা’র সুবিধাভোগী হিসেবে।

উৎস: সাংবাদিক নাজমুস সাকিব

LENS ASIA